সংবাদ

তারিখ 23 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... ৪

# মাত্র এক বছরেই– একুশের স্বপ্ন 'দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করা সম্ভব!'

আশী নিয়ামত

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান, ডাকসুর সাবেক কোষাধ্যক্ষ এবং বর্তমানে বাংলাদেশ পিপলস ইউনিভার্সিটির কলা অনুষদের ডিন, মুক্তিযোদ্ধা ড. আহসানুল হক রচিত পড়া শিখি, ছবি দিয়ে পড়া শিখি, আমি পড়ি এবং দিনে দিনে একটি অক্ষর : পড়া শিখি সত্বর পুস্তিকাগুলো সম্পূর্ণ নতুন ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লিখিত। পুস্তিকাগুলো কেবল ৩ সপ্তাহের মধ্যে বর্ণ পরিচয়ের বা নিরক্ষর মুক্ত পরিবার কিংবা সমাজ গড়ার জন্যই সহায়ক নয়? এগুলো মাত্র ৩ সপ্তাহের মধ্যে একজন শিশু অথবা বয়স্ক যে কাউকে বই ও পত্রিকা পড়তেও শেখায়। তার লেখা এই বইগুলো ব্যবহার করে ইতোমধ্যে দেশের অনেক জায়গায় অনেক শিশু শিক্ষালয়ে ব্যাপক সফলতার প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত রেখেছে। এদের মধ্যে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সাবেক অর্থমন্ত্রী আনিসুর রহমান পুস্তিকাগুলো বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সঠিকভাবে প্রয়োগ ও ব্যবহার করে উল্লেখিত সফলতা নিয়ে নিজে একটি বিশেষ প্রতিবেদনও তৈরি করেছেন। আমাদের বিশ্বাস, সরকার যদি বিষয়টি নিয়ে আমাদের সঙ্গে মতবিনিময় করে তাহলে আমার দীর্ঘদিনের গবেষণা ও পরীক্ষিত অভিজ্ঞতার আলোকে এটা বোঝাতে সক্ষম হবো যে, এই পুস্তিকাগুলো ব্যবহার ও সঠিকভাবে প্রয়োগ করে আগামী এক বছরের মধ্যেই গোটা বাংলাদেশকে নিরক্ষর মুক্ত করা সম্ভব। কেবল তাই নয়? গোটা দেশের সব নিরক্ষরকে এক বছরের মধ্যেই অন্তত বই পড়া শেখানোও সম্ভব।

১৯৮০ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ড. হকের একজন সরাসরি নগণ্য ছাত্র ছিলাম। ২০০৯ সাল পর্যন্ত তার সান্নিধ্যে আছি তার সব প্রকার শিক্ষা সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত এবং পরিচিত। তার কর্মক্ষেত্র রয়েছে বন্ধন : স্বেচ্ছায় রক্তদান সংস্থা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বৃক্ষরোপণ সংস্থা : বৃক্ষায়ন, গণশিক্ষা সংস্থা : শাপলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি ডিপার্টমেন্ট এলামনাই সোসাইটি, বিশ্বের প্রথম ধূমপান বিরোধী ছাত্র সংগঠন সাস্ক (SASC), জাতীয় সংগঠন আধুনিক (ADHUNIK) সম্মিলিত তামাক বিরোধী ঐক্য সংগঠন ক্যাট (CAT), সংবাদপত্র, সাংবাদিক ও লেখক হামলা প্রতিরোধ ফোরাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অভিভাবক পরিষদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে। প্রতিটি ক্ষেত্রে তার সক্রিয় অবদান ও অংশগ্রহণ সর্বজন স্বীকৃত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতিও ছিলেন তিনি। রাজনীতিমুক্ত ড. হক আজও কোন রাষ্ট্রীয় পুরস্কার কিংবা পদক পাননি। তাই বলে তিনি থেমে থাকেননি। কত অপদার্থকে একুশে পদক পেতে দেখেছি? কত রাজাকারকে স্বাধীনতা পদক পেতে দেখেছি? অথচ মুক্তিযোদ্ধা ড: আহসানুল হক আজও অবহেলিত অপাঙ্‌ক্তেয়। রাষ্ট্রের কর্ণধারদের কাছে পরিচালকদের কাছে। এখন পর্যন্ত? আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি ড. আহসানুল হকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ ও জাতির জন্য বড় অবদান তার উল্লিখিত নিরক্ষর মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন। উপমহাদেশের প্রখ্যাত রবীন্দ্র সমালোচক সাহিত্যিক প্রয়াত শ্রী প্রমথনাথ বিশীর সুরে হয়ত অনেকেই বলবেন, ড. হকের ইচ্ছে আছে, চেষ্টা আছে, শক্তি নাই। এ কথার জবাবে আমি বলব, তার নিজের সেই শক্তি নাই ঠিকই, কিন্তু একুশের চেতনায় সমৃদ্ধ কোটি কোটি বাংলা ভাষী মানুষ তার পাশে আছেন, সেসব মানুষের ভালবাসা ও সমর্থনই তার মহাশক্তি ও এগিয়ে চলার দুর্বার সাহস ও প্রেরণা।

বর্তমান জনপ্রিয়, গণতান্ত্রিক মুক্তিযুদ্ধের এবং একুশের চেতনায় সমৃদ্ধ সরকারও হয়ে উঠতে পারে তার শক্তির মহা উৎস। যদি সরকার সত্যিকার অর্থে দেশটিকে নিরক্ষর মুক্ত করতে চায়। একুশের চেতনা ও স্বপ্নকে লালন ও বাস্তবায়ন করতে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হয়। কারণ এটা অনেকের কাছেই প্রমাণিত হয়েছে যে ড. আহসানুল হকের বইগুলো যথার্থভাবে প্রয়োগ ও ব্যবহার করে ৩ মাসের মধ্যেই যে কোন নিরক্ষর শিশু বা বয়স্ক মানুষকে বইপড়া এবং পত্রিকা পাঠ করানো সম্ভব।

ড. হকের বইগুলো সম্পর্কে দেশবরেণ্য অনেক ব্যক্তিত্ব মন্তব্য করেছেন। ভাষাসৈনিক আবদুল মতিন বলেছেন, এ বই আমাদের সামনে এক নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। বাংলা একাডেমী সাবেক মহাপরিচালক ড. আনোয়ার হোসেন বলেছেন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লিখিত ড. হকের এ বইয়ের প্রচলন দেশের জন্য এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ হবে। তাদের এসব কথা সঙ্গে আমরা সুর মিলিয়ে বলতে পারি, আসুন, দল-মত-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী ভেদে সব প্রকার বিভেদ ও হানাহানির উর্ধ্বে থেকে অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে নিরক্ষর মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারকে উদ্বুদ্ধ করি এবং সর্বাত্মক সহযোগিতার হাত বাড়াই। তাহলেই একুশের সব শহীদসহ মুক্তিযুদ্ধ এবং গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করে, যুদ্ধ করে যারা শহীদ হয়েছেন তারাও শান্তি পাবেন।

তাদের আত্মাও মুক্তি পাবে। যতদিন পর্যন্ত না আমরা গোটা দেশটাকে নিরক্ষরমুক্ত করতে পারি ততদিন তাদের আত্মা কষ্ট পাবে, শান্তি পাবে না একথা আজ সবাইকে ভাবতে হবে। বর্তমান প্রজন্মকেও তা উপলব্ধি করতে হবে বিদেশী ভাষা শেখার পাশাপাশি। মাতৃভাষাকে জেনে, ভালবেসে অন্য ভাষাকে জানা বা শেখা বা ভালবাসা কোন অন্যায় বা অপরাধ নয়? বরং মাতৃভাষাকেই তা সমৃদ্ধ করে। উন্নত করে তোলে। এটাই প্রকৃত সত্য। যেমন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল অনেক বাঙালি করে গেছেন এবং এখনও অনেকেই করেছেন। একথাও সবাইকে স্মরণ রেখেই সামনে এগুতে হবে।

*[লেখক : প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, এলামনাই নিউজ ইংরেজি বিভাগ ঢাবি]*